ভোরের কাগজ

28 MAR 2003

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিবির-ছাত্রদল ৭ ঘণ্টা সংঘর্ষ

বিভিন্ন ভবনে হামলা ❑ পরিবহন বাস ভাঙচুর আহত ২৫ ❑ পুলিশের টিয়ার-লাঠিচার্জ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল রা.বি থেকে আবু নোমান সঞ্জীব : ৯টা থেকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টাব্যাপী ছাত্রদলের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রশিবির কর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ এবং আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ওপর শিবির ক্যাডারদের চোরাগুপ্তা হামলায় ছাত্রদলের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত ২৫ জনকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিবির ক্যাডারদের এ হামলার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন, শহীদুল্লাহ কলা ভবন, রবীন্দ্র কলা ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ৬টি পরিবহন বাস ভাঙচুর করে।

পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের সংঘর্ষকালে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ২০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস এবং ১০ রাউন্ড রাবার বুলেট ছোড়াসহ বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আবাসিক হলগুলো সশস্ত্র শিবির নেতাকর্মীরা দখল করে নিয়ে ছাত্রদল নেতাকর্মী এবং সমর্থকদের ওপর চোরাগুপ্তা হামলা করছিল। একই সময়ে ছাত্রদল নেতাকর্মীরাও পুনরায় হলগুলো তাদের দখলে নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উপাচার্যের বাসভবনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা বৈঠকে বসেছেন।

ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার রাতে শেরেবাংলা হলে টিভি দেখাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনার সূত্রপাত হয়। গত বুধবার রাত ১১টার দিকে শেরেবাংলা হলে টিভিতে এটিএন বাংলাতে খবর দেখা হচ্ছিল। খবরের শেষ পর্যায়ে ছাত্রদলের কর্মী অনু যুদ্ধের খবর দেখার জন্য বিবিসি চ্যানেল ধরে। এ সময় শিবির ক্যাডার নাজিম ও কাইয়ুম পুনরায় আগের চ্যানেলই দেখার চেষ্টা করলে অনু এতে বাধা দেয়। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে শিবির ক্যাডার নাজিম ও কাইয়ুম ছাত্রদল কর্মী অনুকে হলের [illegible] নিয়ে মারধর করে। পরে গতকাল সকাল এ খবর প্রকাশ হলে ছাত্রদল কর্মীরা শিবিরের এই দুই ক্যাডারকে মারধর করে। এ সকল ঘটনাকে কেন্দ্র করে

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

● শেষের পাতার পর

শিবির ও ছাত্রদল নেতারা গতকাল ১১টায় প্রোক্টরের কার্যালয়ে সমঝোতা বৈঠকে বসে। কিন্তু কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই এ সমঝোতা বৈঠক শেষ হয়। এ সমঝোতা বৈঠক চলাকালে শিবির ক্যাডাররা শেরেবাংলা হল দখল করে নেয়। এ সময় শিবির ক্যাডাররা লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ছাত্রদল কর্মী চুনু ও ফারুকের পা ভেঙে দেয়। এ খবর ছাত্রদলের টেন্টে এসে পৌঁছলে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে একই সময়ে শিবিরের টেন্টে অবস্থানরত শিবির নেতাকর্মীদেরকে ধাওয়া করলে দুদলের মধ্যে কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার কিছু সময় পরেই পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসলে দুদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা প্রোক্টরের কার্যালয়ে সমঝোতা বৈঠকে বসে। এ সমঝোতা বৈঠক চলাকালেই শিবির ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ১০টি আবাসিক হল দখল করে নিয়ে সেখানে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। শিবির ক্যাডাররা এ সময় হলগুলোর কলাপসিবল গেট বন্ধ করে দিয়ে হলে অবস্থানরত ছাত্রদলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের রড ও হাতুড়ি দিয়ে গণহারে পিটিয়ে আহত করে। এ খবর ছাত্রদলের টেন্টে এসে পৌঁছলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা উপাচার্যের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে প্রশাসন ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর করে। একই সময়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ছয়টি পরিবহন বাস ভাঙচুর করে। এর কিছু সময় পরেই দুপুরে সোয়া দুইটার দিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা মিছিল করতে করতে ভিসির বাসভবন ঘেরাও করতে গেলে দেড় শতাধিক পুলিশের একটি দল তাদের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলে বাধা দেয়। এ সময় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ও পুলিশ ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা এ পর্যায়ে নীরব থাকলে পুলিশ ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ব্যাপক হারে লাঠিচার্জ করে। ছাত্রদল নেতাকর্মীরাও পাল্টা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে ২০ রাউন্ড টিয়ারশেল ও ১০ রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এ সংঘর্ষের সময়ে ক্যাম্পাসে এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলেও সংঘর্ষ থামাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোনো কর্মকর্তা বা প্রোক্টরিয়াল বডির কেউ এগিয়ে আসেননি।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দিনব্যাপী সংঘর্ষে আহতরা হলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, মন্নুজান হল শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমি, রোকেয়া হল শাখার সভানেত্রী ইয়াছমিন, জিয়া হল শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন দ্বীপ, শেরেবাংলা হলের সাধারণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস স্বপন, সাংগঠনিক সম্পাদক তুষার, ছাত্রদল নেতা ফারুক, সাইদ, মামুন, আলো, রিপন, গালিব, সাগর, ফুয়াদ, মামদুদ, শাও, আরিফ, প্রিন্স, মানিক, পল্লব, নয়ন, তমাল, বাবুসহ অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী।

শেষ পর্যন্ত এ খবর লেখা পর্যন্ত রাত (৮টা) শিবির ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি আবাসিক হল দখল করে নিয়ে সেখানে সশস্ত্রভাবে অবস্থান করছে। তারা প্রত্যেকটি হলের গেটেও অবরোধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও হলে ঢুকতে বা বের হতে পারছেন না। এছাড়াও বিভিন্ন হলে আটকেপড়া ছাত্রদলকর্মী ও সমর্থক সাধারণ ছাত্রদের ওপর চোরাগুপ্তা হামলা চালাচ্ছে। অপরদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উপাচার্য সব হলের প্রভোস্টদের নিয়ে উপাচার্য লাউঞ্জে এক জরুরি বৈঠক করেছেন এবং জরুরি সিন্ডিকেট বৈঠকে বসার প্রস্তুতি চলছিল বলে উপাচার্য পত্নী দিল আফরোজা বেগম টেলিফোনে জানান।

এদিকে ছাত্রদল রাবি শাখার সভাপতি তার প্রতিক্রিয়ায় জানান, শিবির ক্যাডাররা সশস্ত্রভাবে পরিকল্পিত উপায়ে ছাত্রদলকে ক্যাম্পাসে কোণঠাসা করার উদ্দেশে এ হামলা করেছে এবং একই সঙ্গে প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্য পুলিশও তাদের ওপর হামলা করেছে।

এদিকে শিবির সেক্রেটারি রেজাউল করিম জানান, শুধুমাত্র জোটের জন্য আমরা ছাত্রদলকে ছাড় দিচ্ছি। কিন্তু এর পর কি ঘটবে তা ভাববার বিষয়।